অর্থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

অর্থ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৬ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩২,২৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৫,০৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৭,২১০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ২৪,২৯১.১৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩,৯২২.০৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২০,৩৬৯.০৬ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৭৫.৩০ শতাংশ। নিম্নে প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকল্পওয়ারি দেওয়া হলোঃ

১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্প

(জানুয়ারি ২০০৭-ডিসেম্বর ২০১৬) (৩য় সংশোধিত)

''দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নে আর্থিক খাতের সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারে সম্পদের যোগান ও অবকাঠামো উন্নয়ন বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ)'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের সহ-অর্থায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০০৭-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। আইপিএফএফ প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারীর আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions) মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন করা হয়েছে। আইপিএফএফ এর অর্থায়নযোগ্য খাত হলোঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ অন্যান্য সামাজিক খাত ও তথ্য প্রযুক্তি। আইপিএফএফ প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা ও অন-লেন্ডিং নামক দুটি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত।

আইপিএফএফ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা
- প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত পিপিপিভিত্তিক অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা
- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্প ব্যয়ঃ

৩য় সংশোধিত টিপিপি'তে আইপিএফএফ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৮৫,০১৮.৭১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কারিগরি সহায়তার পরিমাণ ৬,৭১৯.৩৩ লক্ষ টাকা (যা সম্পূর্ণ এডিপিভুক্ত) ও অন-লেন্ডিং এর পরিমাণ ২,৭৮,২৯৯.৩৮ লক্ষ টাকা (যা সম্পূর্ণ এডিপি বহির্ভূত) এবং জিওবি ৪৬,৫৩২.৮৪ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২,৩১,৭৬৬.৫৪ লক্ষ টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট (এডিপি বহির্ভূর্ত):

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩১,৯০০.০০	১৮,৭০০.০০	১৩,২০০.০০	৩১,৭৮৮.১১	১৮,৬৪৫.৮০	১৩,১৪২.৩১	৯৯.৬৫ %

অন-লেন্ডিং খাতে (এডিপি বহির্ভূত) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ হতে ৩টি প্রকল্পে (চট্টগ্রামের আনোয়ারায় অবস্থিত কর্ণফুলী ড্রাই ডক লিমিটেড-এর ড্রাই ডক, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ইম্পেরিয়াল হসপিটাল লিমিটেড নামক একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল ও সামিট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড নামক একটি আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প) সর্বমোট ৩১,৭৮৮.১১ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট (এডিপিভুক্ত)

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৮০৮.০০	-	৮০৮.০০	৫৪৩.৬০	-	৫৪৩.৬০	৬৭.২৮ %

কারিগরী সহায়তা খাতে (এডিপিভুক্ত) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার পিপিপি বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৪টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের জন্য পরামর্শ সেবা সংগ্রহ ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন পিপিপি কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট (বাড়ি ভাড়া ও ইউটিলিটি বিল প্রদান, আইপিএফএফ হতে সরবরাহকৃত যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য পরিচালন ব্যয় নির্বাহ) প্রদান করা হয়েছে।

আইপিএফএফ প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আইপিএফএফ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট-এর আওতায় বিদ্যুৎ, বন্দর, পানি শোধন, আইটি ও স্বাস্থ্য খাতের ২১টি সাব-প্রজেক্টের বিপরীতে মোট ২,৪৪,১৪৯.৩২ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সুদসহ সর্বমোট ৭৬,৩৭৯.১৫ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে আইপিএফএফ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা কম্পোনেন্ট-এর আওতায় পরিবেশ, প্রকিউরমেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টসহ পিপিপি বিষয়ে দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পিপিপি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/ এজেন্সীর মোট ১,৫৭৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও অর্থ বিভাগের পিপিপি ইউনিটের জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবা সংগ্রহসহ পরিচালন ব্যয় নির্বাহে কারিগরি সহায়তা কম্পোনেন্ট-এর অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এ বাবদ প্রকল্প সর্বমোট ৫,৭২৫.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ফলো-অন প্রজেক্ট

অবকাঠামো খাতে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে একটি টেকসই ভিত্তি তৈরী এবং অবকাঠামো শূণ্যতা পূরণে বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন সহায়তায় IPFF-II নামক একটি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদী IPFF-II প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,২৭,৯৪২.৯০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে কারিগরি সহায়তা কম্পোনেন্ট (এডিপিভুক্ত) ১০,২৩১.০০ লক্ষ টাকা ও অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট (এডিপি বহির্ভূত) ৩,১৭,৭১১.৯০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল প্রস্তাবিত IPFF-II প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

২। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প

(জুলাই ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৮)

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি তিন পর্যায়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে বিদ্যমান দক্ষতা কাঠামোর গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে এর পরিসর ব্যাপকতর করা। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোসহ এর ভবিষ্যত অর্থায়ন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট রূপরেখা চূড়ান্তকরণও এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে (1st Tranche) দেশের বিদ্যমান বিশাল জনশক্তির ২,৬০,০০০ জন এবং ২য় পর্যায়ে ২০২০ সালের মধ্যে ২,৪০,০০০ জনসহ মোট ৫,০০,০০০ জনকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। নিম্নে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহঃ

- শিল্পখাতের উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়ন করা
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা, যেন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্মত এবং চাকুরিদাতা সংস্থাসমূহের দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ করতে পারে
- উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা
- একটি সুসঙ্গত দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর মধ্য দিয়ে TVET পদ্ধতিকে সক্রিয় করা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কমিটি এবং সরকারের মূল মন্ত্রণালয়সমূহকে সহায়তা করা
- SEIP প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০২০ সালের মধ্যে মোট ৫ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিতদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭০% অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জনের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা করা
- একটি কার্যকর জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহায়তা করা
- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি National Skills Development Authority (NSDA) গঠনে সরকারকে সহায়তা করা

SEIP অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা SEIP প্রকল্পের দুই পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমে ২০২০ সালের মধ্যে মোট ৯৭,৪৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিম্নলিখিত সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে:

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE), শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনে ০৮টি কারিগরি স্কুল ও কলেজ এবং ফেনী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET), প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে ২২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC), শিল্প মন্ত্রণালয় এর অধীনে ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সংক্রান্ত বিভাগ ২০২০ সালের মধ্যে ১৫,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) পিকেএসএফ এর সহযোগী এনজিওসমূহ তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। পিকেএসএফ সহযোগী এনজিওসমূহের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ৩০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং কর্মসংস্থানের বা আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

শিল্প সংস্থা ৯টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতে [(i) RMG & Textile (ii) IT (iii) Construction (iv) Light Engineering (v) Leather and Footwear (vi) Shipbuilding, (vii) Agro-food Processing, (viii) Tourism and Hospitality, (ix) Health Technician and Nursing] ১২টি শীর্ষ পর্যায়ের শিল্প সংস্থা ২০২০ সালের মধ্যে মোট ৩,৪৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। শিল্প সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি (BACI)
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS)
- বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BKMEA)
- বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (BGMEA)
- বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (BTMA)
- বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন (BEIOA)
- এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপ বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ (AEOSIB)
- লেদার গুডস্ এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (LFMEAB)
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টারস এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO)
- বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি স্কিল কাউন্সিল
- বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসর এসোসিয়েশন
- বাংলাদেশ মহিলা চেমবার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI) চুক্তি স্বাক্ষর করে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে
- সরকারের মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Policy Analysis Course পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (BIGM) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। শীঘ্রই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে
- বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় মধ্যম সারির ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা অভাব পূরণের জন্য ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। শীঘ্রই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে

২০১৬-১৭ অর্থবছরের SEIP প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৫,৬৮৩.০০	৪,৮২০.০০	২০,৮৬৩.০০	২০,০৮৩.৪১	৩,৮২৫.২৭	১৬,২৫৮.১৪	৭৮.২০%

SEIP প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

❖ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের SME বিভাগ, (খ) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), (গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE) এর অধীনস্থ ৯টি TSC (ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউটসহ) (ঘ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর অধীনস্থ ২২টি TTC (ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কারিগরি শিল্প সহায়তা কেন্দ্র (BITAC) ৪টি প্রতিষ্ঠান এবং (চ) ১০টি শিল্প সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, Tranche-1 এর আওতায়

মোট লক্ষ্যমাত্রা ২,৫১,৭৫০ (৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৩৯,৩৭৪ সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১,০৮,৮১৭ চাকুরি প্রাপ্তদের সংখ্যা ৭৩,৮৬০ ও চাকুরি প্রাপ্তির শতকরা হার ৬৮%।

- ❖ SEIP প্রকল্পের Institutional Strengthening কম্পোনেন্টের আওতায় অন্যতম কার্যক্রম ছিল জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) গঠনে সরকারকে সহায়তা প্রদান। ইতোমধ্যে NHRDF গঠন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ৩ জন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়াসহ প্রাথমিক তহবিল হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট হতে ১০০ কোটি টাকা NHRDF এর একাউন্টে জমা দেয়া হয়েছে।
- ❖ SEIP প্রকল্পের আরেকটি দায়িত্ব ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন এর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি National Skills Development Authority (NSDA) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ইতোমধ্যে NSDA প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে এটি পরিচালনার জন্য একটি আইন তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে।

৩। স্ট্রেংদেনিং দি অফিস অব দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজেক্ট (SPEMP-B)

(জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬)সংশোধিত

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- ➢ নিরীক্ষা বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ নিরীক্ষার উন্নয়ন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের SPEMP-B প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪০০	-	৪০০	৩৫৮.৯০	-	৩৫৮.৯০	৯০%

SPEMP-B প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থ অর্থবছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৪০০.০০ লক্ষ টাকা যা শুধু প্রকল্পের ৩০ জুন ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের বকেয়া দাবিসমূহ পরিশোধের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। উক্ত বরাদ্দ হতে ব্যয় হয়েছে ৩৫৮.৯০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, এসপিইএম পি-বি প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির প্রাক্কালে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের দাবি পরিশোধের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ৪ মাস বর্ধিত করা হয়। উক্ত ৪ মাস অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত শুধু প্রকল্পের বকেয়া দাবি পরিশোধ করা হয়।

৪। স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর সোশ্যল প্রটেকশন (এসপিএফএমএসপি)

(ডিসেম্বর, ২০১৫- জুন, ২০১৮)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- ➢ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক Management Information System (MIS) তৈরি।
- ➢ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, কৌশলগত পরিকল্পনা, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন
- ➢ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এসপিএফএমএসপি প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪,৭২০.০০	২০০.০০	৪,৫২০.০০	৩,০১৩.৫৯	৮৮.৮০	২,৯২৪.৭৯	৬৪%

এসপিএফএমএসপি প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

- প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Building)এর আওতায় সংশ্লিষ্ট ৬ টি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরের মোট ২৭৩ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় পর্যায়ে এবং ৩৪ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রেরণ করে Social Protection এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষাসফরের জন্য ২৬ জন কর্মকর্তাকে ৩টি দেশে (ভারত, কেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়া) প্রেরণ করা হয়েছে।
- Management Information System (MIS) এর Manual তৈরি করা হয়েছে এবং MIS কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং এর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৪৮১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিদেরকে প্রশক্ষিণ প্রদান করা হয়েছে এবং MIS এর কার্যক্রম Piloting শুরু করা হয়েছে।

৫। স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর চাইল্ড ফোকাস বাজেটিং ইন বাংলাদেশ

(জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৮)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- চাইল্ড ফোকাস্ড বাজেট প্রস্তুতকরন ও প্রতিবেদন তৈরিকরণে অর্থ বিভাগ এবং সামাজিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

- চাইল্ড ফোকাস্ড বাজেটিং ও রিপোর্টিংকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ যাতে নীতি-নির্ধারক মহল যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আলোচ্য প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

বরাদ্দ				ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মূল	সংশোধিত					
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২৩৬.১৯	৫.০০	৯২	৯৭.০০	৩.৭৭	৩৫.৬৪	৪০.৬%

২০১৬-১৭ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ে "বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ (বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ);
- জাতীয় বাজেটকে শিশুদের নিকট পরিচয় করতে "শিশুদের বাজেট পাঠ সহায়িকা শীর্ষক" একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ;
- জামালপুর ও রংপুর জেলায় শিশু বাজেট নিয়ে শিশুদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন;

- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদনের মানোন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৪১ জন কর্মকর্তা সম্বনয়ে মোট ৬টি কর্মশালার আয়োজন;
- জাতীয় বাজেটে শিশুদের হিৎসা পৃথকীকরণের জন্য iBAS তথ্য ভান্ডারে তথ্য Entry বিষয়ক ১৮০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন ;
- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে “Scoping Analysis of Budget Allocation for Ending Child Marriage” শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত;
- Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N) এর জন্য একটি “Technical Advisory Committee” গঠনসহ জাতীয় বাজেটের পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যয় পৃথকীকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।